www.kalerkantho...
কালের কণ্ঠ
তারিখ: 11 OCT 2013
পৃষ্ঠা: ১৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক সমিতির মৌন মিছিল সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ

জাবি প্রতিনিধি ▶

ভর্তি পরীক্ষায় অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে বন্ধ হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ঈদুল আজহা, দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে আগামী ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতি তদন্তে কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক এম এ মতিনকে সভাপতি করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে গত বুধবার শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় আরো এক সহকারী প্রক্টর (উম্মে সায়কা) পদত্যাগ করেছেন। এ নিয়ে মোট তিনজন সহকারী প্রক্টর পদত্যাগ করলেন। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌন মিছিল করেছে শিক্ষক সমিতি। মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিলে অংশ নেন শিক্ষকরা। পরে সেখানে এক সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন ২০ অক্টোবরের মধ্যে উপাচার্যকে পদত্যাগের আলটিমেটাম দিয়ে বলেন, 'এ সময়ের মধ্যে তাঁর পদত্যাগসহ হামলাকারীদের যথাযথ বিচার দাবি করছি, না হলে আগামী ২২ অক্টোবর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেওয়া হবে।'

'সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ'র সংবাদ সম্মেলন : বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অবস্থা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে 'সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের নামে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করা এবং ক্যাম্পাস অচলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করার যে ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করে।

শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ শিক্ষক ফোরামের বিবৃতি : গত বুধবারের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ শিক্ষক ফোরাম। বিবৃতিতে উভয় পক্ষই শিক্ষকদের ওপর হামলার বিচার দাবি করেছে। শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে উপাচার্যকে অপসারণ ও তাঁকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করে এবং আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে উপাচার্যের পদত্যাগ এবং তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা না করলে ২২ অক্টোবর থেকে লাগাতার ধর্মঘট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, শিক্ষকরা যেমন তাঁদের ওপর হামলার অভিযোগ করেছেন, তেমনি কর্মচারীরাও তাঁদের ওপর হামলার অভিযোগ করেছেন। এসব ঘটনা তদন্তে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।